“মুশরিক ব্যক্তিটি রাসুল(সাঃ) এঁর উপর খোলা তলোয়ার উত্তোলন করে বলল, আমার হাত হতে কে আপনাকে হেফাজত করবে? তিনি বললেন, “আল্লাহ” । সাথে সাথে মুশরিকের হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল এবং রাসুল(সাঃ) উঠিয়ে নিলেন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ সুদৃঢ় ঈমান ও আল্লাহর উপর ভরসা (তাওয়াক্কুলের)উপকারীতা

১)পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৩৩ আহযাব, আয়াতঃ ২২

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (22)

আর যখন মু’মিনরা সম্মিলিত শত্রুবাহিনীকে দেখতে পেল তখন তারা বলে উঠল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তো এরই প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সত্যই বলেছিলেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেল।

এই আয়াতটি খন্দক (বা আহযাবের) যুদ্ধের সময় নাযিল হয়।

মুশরিক ও তাদের মিত্ররা ১০,০০০ সুসজ্জিত সৈন্য নিয়ে মদীনায় মুসলমানদের নিসচিহ্ন করতে এসেছিল। উল্লেখ্য ঐ সময় বৃদ্ধ, নারী ও শিশু মিলে মদীনার জনসংখ্যাই ছিল প্রায় ১০,০০০ মতো। এ যুদ্ধে কাফেররা পরাজিত হয় এবং ভেসে চলে যায়। এ সবই হয়েছিল একমাত্র আল্লাহর সাহায্যে।

২) পবিত্র কোরআনে আরও ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৭৩

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173)

যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন সমবেত হয়েছে, অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় কর; এরপর (এ কথা শুনে) তাদের ঈমান আরও প্রবলভাবে বৃদ্ধি হয়ে গেল। এবং তারা বলেছিল আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই অতি উত্তম কর্মসম্পাদনকারী।

এই আয়াত সংক্রান্ত দু'টো হাদীস

ক) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস(রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমাদের জন্য উত্তম জিম্মাদার (সুরা আল ইমরান, আয়াত ১৭৩)। ইবরাহীম(আঃ)-কে

যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তিনি এ দোয়াটি বলেছিলেন। আর মুহাম্মদ(সাঃ) এ কথাই বলেছিলেন, যখন লোকজন তাকে এসে খবর দিল যে, “তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যদল প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদেরক ভয় কর” একথা শুনে তাঁদের ঈমান আরোও মজবুত হলো। তারা বললো, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর আমাদের পক্ষ থেকে কাজের জন্য তিনিই উত্তম জিম্মাদার।(বুখারী ৪৫৬৩)

খ) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস(রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ইবরাহীম(আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তার শেষ কথাটি ছিল-“ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। আমার জন্য তিনিই উত্তম জিম্মাদার”।(বুখারী-৪৫৬৪)

৩)পবিত্র কোরআনে আরও ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ২৫ ফুরকান, আয়াতঃ ৫৮

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

আর সে সত্তার উপর নির্ভর কর যিনি চিরজীব ও অমর।

৪) পবিত্র কোরআনে আরও ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ১৪ ইবরাহীম, আয়াতঃ ১১

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11)

আল্লাহর উপরই মু’মিনদের নির্ভর করা উচিত।

৫) পবিত্র কোরআনে আরও ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১৫৯

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

এরপর তুমি যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছো তখন আল্লাহর উপর নির্ভর কর।

৬)পবিত্র কোরআনে আরও ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৬৫ তালাক, আয়াতঃ৩

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।

৭) পবিত্র কোরআনে আরও ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা আনফাল, আয়াতঃ ২

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2)

ঈমানদার তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণে ভীত হবে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের মহান রবের উপরই নির্ভর করে।

বুখারী, মুসলিম ও আহমদ শরীফের একটি হাদীস

জাবির(রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম(সাঃ) এর সাথে নাজদের দিকে কোন এক স্থানে জিহাদ করছেন। এরপর রাসুলুল্লাহ(সাঃ) যখন ফিরে এলেন তখন তিনিও তাদের সাথে ফিরে এলেন। দুপুরে তারা সকলেই এমন এক প্রান্তরে এসে হাজির হলেন যেখানে অনেক কাঁটাওয়ালা গাছপালা ছিল। রাসুলুল্লাহ(সাঃ) সেখানে অবতরণ করলেন। জনতা গাছের সন্ধানে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন। রাসুলুল্লাহ(সাঃ) একটি বাবলা গাছের ছায়ায় অবতরণ করে তাঁর তলোয়ারখানি লটকিয়ে রাখলেন। আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ রাসুলুল্লাহ(সাঃ) আমাদের ডাকলেন। সে সময় তাঁর সামনে ছিল এক বেদুইন। তিনি বললেন, এই ব্যক্তিটি আমার ঘুমন্ত অবস্থায় আমার উপর তলোয়ার উত্তোলন করেছিল। এরপর আমি চেয়ে দেখি তার হাতে লম্বা তলোয়ার। সে আমাকে বললঃ কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? আমি তিনবার বললামঃ “আল্লাহ”। রাসুলুল্লাহ(সাঃ) তাকে কোন শাস্তি দিলেন না এবং বসে পড়লেন।(মুত্তাফাকুন আলাইহি)

আর এক বর্ণনায় আছে, জাবির(রাঃ)বলেন- আমরা “যাতুর রিকা” নামক লড়াইয়ে রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এর সঙ্গে ছিলাম। এরপর আমরা যখন এক ছায়াদানকারী গাছের কাছে এলাম। তখন আমরা রসুলুল্লাহ(সাঃ) এর আরামের জন্য ছেড়ে দিলাম। এরপর এক মুশরিক ব্যক্তি এলো। তখন রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এর তলোয়ারটি গাছের সাথে লটকানো ছিল। ব্যক্তিটি তলোয়ারটি খুলে নিয়ে বলল, আপনি আমাকে ভয় করেন? তিনি বললেন, “না” সে

আবার বলল, তবে আমার হাত থেকে কে আপনাকে হেফাজত করবে? তিনি বললেন “আল্লাহ”।

আর আবু বকর ঈসমাইলী (রাঃ)তার সহীহ কিতাবে যে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন তাতে বলা হয়েছে “মুশরিকটি বলল, কে আপনাকে আমার হাত হতে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, “আল্লাহ” । এরপর তার হাত হতে তলোয়ারটি পড়ে গেল। রাসুলুল্লাহ(সাঃ) তলোয়ারটি তুলে নিয়ে বললেন, কে তোমাকে আমার হাত থেকে হেফাজত করবে? সে বললো, আপনি সর্বোত্তম ধারণকারী হয়ে যান। অর্থাৎ আপনি আমাকে হেফাজত করুন। তিনি বললেন, তুমি সাক্ষী দাও, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল। সে বলল, “না” (আমি এ স্বীকারোক্তি করি না) তবে আমি আপনার সাথে অঙ্গীকার করছি আমি আপনার সাথে লড়াই করবো না এবং যারা আপনার সাথে লড়াই করবে তাদেরও সহযোগীতা করবো না। এবং তিনি তাকে মুক্তি দিলেন। এরপর মুশরিকটি তার সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বলল, আমি সর্বোত্তম মানুষটির কাছ থেকে তোমাদের কাছে এসেছি।

(বুখারী ২৯১০,৪১৩৭; আহামদ ১৩৯২৫, ১৪৭৬৮)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান এবং তাঁর উপর দৃঢ় ভরসা (তাওয়াক্কুল) করা উচিত।

ঈমানের উপর অবিচল থাকলে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করলে আল্লাহই আমাদের সাহায্য করবেন।

আমাদের জীবনে আল্লাহর উপর পুরোপুরি ঈমান ও তাঁর উপর সম্পূর্ণ ভরসা (তাওয়াক্কুল) করার তৌফিক আল্লাহ্ আমাদের দান করুন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....
।